অবৈধ পন্থায় অর্জিত টাকায় হজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না

লিখেছেন ডক্টর আ ফ ম খালিদ হোসেন ২৬ আগস্ট, ২০১৪, ১০:৪৬:২১ রাত

আল কিবলাহ হজ কাফেলা কর্তৃক চট্টগ্রামের আনিকা ক্লাবে আয়োজিত 'হজ প্রশিক্ষণ কর্মশালা'য় অংশ নিলাম। অনুষ্ঠানটি ছিল বেশ সফল ও প্রাণবন্ত । বিদগ্ধ আলিম ও চিন্তাবিদগণ বিশেষত মুফতী সিরাজুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. নিজাম উদ্দিন, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. বি এম মফিজুর রহমান আযহারী, মুফতী মাসুম, মাওলানা সোলায়মান, মাওলানা রফিকুল ইসলাম প্রমুখ হজের বিভিন্ন আরাকান-আহকাম নিয়ে মূল্যবান আলোচনা পেশ করেন।

কর্মশালায় আমি একটি কথার উপর বেশ জোর দিয়েছি, তা হল: আল্লাহ তায়ালার দরবারে হজ কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত হল হজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত অর্থ হালাল পন্থায় অর্জিত হতে হবে। অবৈধ পন্থায় বা হারাম পথে অর্জিত টাকায় হজ করলে তা কবুল হয় না। আমাদের দেশে রেওয়াজ আছে কিছু মানুষ সারা জীবন সুদ, ঘুষ, মাদক ব্যবসা, টেন্ডারবাজি, মাস্তানি করে টাকার পাহাড় গড়ে। বৃদ্ধ বয়সে দাড়ি রেখে জুব্বা গায়ে দিয়ে সপরিবারে হজ করতে যায়। উদ্দেশ্য আল্লাহর সাথে মোটামুটি একটা রফা দফা করে আসা। এটা মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তায়ালার সাথে মস্করা করার শামিল। হাদীস শরিফে বর্ণিত আছে হজের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। ইহরামরত অবস্থায় কোন ব্যক্তি হারাম টাকায় মক্কা শরিফে গিয়ে যখন বলে, 'লাব্বায়েক আল্লাহুম্মা লাব্বায়েক' তখন মক্কার আসমানে অবস্থানরত লাখ লাখ ফেরেশতা ডাক দিয়ে বলে 'লা লাব্বায়েক লা সাদায়েক, হাজ্জুকা মারদুদুন আলায়েক'। অর্থাৎ তোমার হাজিরা কবুল নেই, তোমার জন্য কোন সুসংবাদ নেই, তোমার হজ তোমাকে ফেরত দেয়া হল'। এ জন্য হজে যাওয়ার পূর্বে আমাদের তাওবা করতে হবে। মিশকাত শরিফের ভাষ্যকার শায়খ মোল্লা আলী কারী (রহ.)-এর মতে তাওবার অন্যতম পূর্বশর্ত হল হারাম পথে অর্জিত সম্পদ বিক্রি করে আসল মালিকের (ঘুষ, সুদ ও পার্সেন্টেজদাতাদের) নিকট ফেরত দিয়ে আসতে হবে। তারা যদি মারা যায় তা হলে ওয়ারিসদের মাঝে ফারায়েয মতে বন্টন করতে হবে।এর নাম তাওবা।

আল কিবলাহ হজ কাফেলার পরিচালক মাওলানা কুতুব উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনায় বিশেষ মুনাজাত করা হয়।

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!